Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

আম আঁটির ভেঁপু

মা আর বাবার সাথে থাকে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ছোট্ট এক বাড়িতে। ওরা তেমন স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়ে নয়। নেহায়েতই গ্রামের সহজ-সরল দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু তা বলে কী আর দস্যিপনার সীমা আছে?

দিদি দূর্গা তো দস্যিপনায় এক নম্বর। আজ এর বাগান থেকে আম পেড়ে আনা তো কাল ওর বাড়ি থেকে নারকেল-তার এসব না করলে যেন চলেই না। মা বকতে পারেন ভয়ে কখনো আবার ভাইটিকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পেড়ে আনা ফলগুলি মজা করে খায় দূর্গা। দু'ভাইবোন খেলে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায় বনে-বাঁদাড়ে। বনের নানা গাছ, ফুল আবিষ্কারও তাদের নেশা। এভাবেই বড় হতে থাকে ওরা।

টানাপোড়েনের সংসারে ঠিকমতো দুবেলা খাবার জোটে না। বৃষ্টির দিনে ফুটো চাল দিয়ে জল গড়িয়ে গায়ে পড়ে। অন্য সব মেয়েদের মতো রংবেরঙের খেলনা, জামা-কাপড় পায় না দূর্গা। একই অবস্থা অপুরও। এজন্য দূর্গা কখনো-সখনো অন্যের কোনো জিনিস চুরি করে পাড়া-প্রতিবেশীর গালিগালাজ সহ্য করে, সাথে মায়ের পিটুনি। এরই মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে ওরা। ঘটে নানা মজার মজার ঘটনা।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপু এবং দুর্গা। যদিও অপুকেই কেন্দ্রিয় চরিত্র ধরা হয় । অপুর বেড়ে ওঠা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে । এখানে তার ও তার দিদির শৈশব কেটেছে । তাদের ছুটে বেড়ানো, গ্রামের বনভোজন, ঝড়ের মধ্যে আম কুড়ানো । এছাড়া যাত্রা পালা, ও অবাধ আনন্দের ছুটে বেড়ানো গ্রামময় । যা হয়ত শহরের বেড়া ওঠা ছেলে মেয়েরা চিন্তাও করতে পারবে না । আমের আটি দিয়ে যে বাশি বানানো যায় সেটাও হয়ত তারা কখনও ভাবেনি । এই সরলতা ও গ্রামের জীবন ফুটে উঠেছে উপন্যাসে ।

দুই ভাইবোন গ্রাম্য সরলতায় বেড়ে উঠে। দুর্গা চঞ্চলপ্রাণ, ছুটে ফিরে গ্রামময় ফল কুড়োনো আর প্রকৃতির সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করার উদ্দেশ্যে। অপু বাবা মার বাধ্যগত সন্তান, পড়ালেখায় বেজায় আগ্রহ আর তার কল্পনার জগৎ সুবিশাল। কখনো সে পৌরাণিক যোদ্ধা তো কখনো বনবাসে বিতাড়িত দুঃখী রাজপুত্র। বইয়ের প্রায় সবটা জুড়েই অপু আর দুর্গার সহদোরজাত ভালবাসার মধুর সম্পর্ক অন্বেষণ করা হয়েছে।

অপুর চরিত্র আসলে গড়ে উঠেছে এক বিস্ময়কর ভাবে । বলা যায় তার চোখে সব সময় কৌতুহল খেলা করে থাকে । অপর দিকে তার দিদি হচ্ছে প্রকৃতির একটা অংশ। তারা দু ভাই বোন মিলে ঘুরে বেড়ায় গ্রাম । অপু সব জায়গাতেই বিস্ময় খোজে । তার কাছে সব কিছু নতুন, এক শিশুর কাছে পৃথিবী যেমন ঠিক তেমন । তার চোখেও কষ্টে কেদে ওঠে আবার আনন্দে হেসে ওঠে । বলা যায় অপুর চরিত্রে আমরা এক শৈশব দেখতে পাই ।

দারিদ্রের করাল আঘাতে জর্জরিত সাধারন মানুষের জীবন- ঠ্যাঙাড়েদের ডাকাতি, অপুদের পরিবার দুইটা টাকার মানিগ্রামের জন্য যেন হাজার বছরের প্রতিক্ষা অপু, দুর্গা ও সর্বজয়ার। গল্পে রেল গাড়ি আর রেললাইনের উপমা দিয়ে অপুর অতীতকে ফেলে উজ্জ্বল আগামীর দিকে আগমন এবং বোনের শোকে কাতর হয়ে পিছন ফিরে দেখা ফিঁকে হয়ে যাওয়া দুর্গার স্মৃতি। বোনের অপূর্ণ শখগুলোকে বাস্তবতায় রূপ দেয়ার জন্য দারিদ্রের বিরূদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ন হয় অপু।